শকুন্তলা

[This Edition has been approved as Text Book for upper classes of High schools and schools not adopting the new scheme of Vernacular education—Bengal Govt. Notification No. 2930 dated 29 July, 1909—Calcutta Gazette 4 Aug. 1909.]

শকুন্তলা।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিস্তৃত জীবনী, যাবতীয় দুরূহ শব্দাদির বিশদ টীকা ও পরিশিষ্টে চরিতাভিধান, ভৌগোলিক সংস্থান ও ইংরাজী প্রতিশব্দ সমেত)

'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক'-সঙ্কলয়িতা

শ্রীশিবরতন মিত্র

ও

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক

সম্পাদিত।

[দ্বিতীয়বার মুদ্রিত]

মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

প্রকাশক।
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস,
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Illustrated by
K. V. SEYNE & BROTHERS
67 Bechoo Chatterjee's Street, Calcutta.
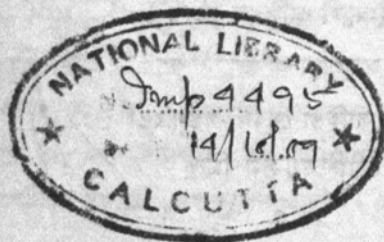
কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলিত হইল। এই উপাখ্যানে মূলগ্রন্থের অলৌকিক চমৎকারিত্ব সন্দর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাঁহারা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন; এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট, কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের এইরূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া মনে মনে কত শত বার আমাকে তিরস্কার করিবেন। বস্তুতঃ বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি। অতএব পাঠকবর্গ! বিনীতবচনে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন, এই শকুন্তলা দেখিয়া কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।

কলিকাতা। সংস্কৃতকলেজ,
২৫এ অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯১১। } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

চিত্র-সূচী *

---

* 'বিদ্যাসাগর' ব্যতীত অপর সকল ব্লকগুলিই সুবিখ্যাত K. V. Seyne & Brothers (67 Bechoo Chatterjee's Street, Calcutta) দ্বারা প্রস্তুত।

† প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় এই চিত্রগুলি ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া আমাদিগকে চিরঋণী করিয়াছেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী।*

বংশ পরিচয়—পূর্ব্বকথা।

বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদের নিকট বনমালিপুর নামক গ্রামে, ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল। পিতামহ, রামজয় তর্কভূষণ মহাশয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া পত্নী দুর্গাদেবী এবং শিশু সন্তানগুলিকে গৃহে রাখিয়া দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যান। দুর্গাদেবী, বীরসিংহ গ্রামের (পূর্ব্বে হুগলি, বর্ত্তমান মেদিনীপুর) প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা।

তর্কভূষণ মহাশয়ের দেশত্যাগের পর কিছুকাল অতি কষ্টে বনমালিপুরে অতিবাহিত করিয়া দুর্গাদেবী দুইপুত্র ও চারি কন্যা সহ বীরসিংহ গ্রামে স্বীয় পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূগণ কর্ত্তৃক মর্ম্মপীড়িত হইয়া কিয়ৎকাল পর তথায় পৃথক্ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সূতা বিক্রয় দ্বারা অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পিতা উমাপতিও সময় ক্রমে গোপনভাবে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বিরত হইতেন না। জননীর এইরূপ অভাবনীয় ক্লেশ দর্শন করিয়া পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক বালক ঠাকুর দাস, তাঁহার আদেশ গ্রহণ করতঃ জ্ঞাতিপুত্র জগমোহন তর্কালঙ্কারের আশ্রয়ে কলিকাতা আগমন করিলেন।

---

* শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক' নামক বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের সুবৃহৎ সচিত্র চরিতাভিধান গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

অতিকষ্টে সামান্যরূপ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিলে পর তর্কালঙ্কার মহাশয়, ঠাকুরদাসকে মাসিক দুই টাকা বেতনে একটি চাকরী করিয়া দেন। ২।৩ বৎসর পর মাসিক ৫৲ বেতন হওয়ায় জননী এবং শিশু ভাইভগ্নীগুলির কষ্টের অনেক হ্রাস হইল। এই সময়, পিতা রামজয় তর্কভূষণ মহাশয়, আটবৎসরকাল দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিলে পর কোন স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া বনমালিপুরে প্রত্যাগমন করেন। তথায় পত্নী ও সন্তানগণের সাক্ষাৎ না পাইলে বীরসিংহ গ্রামে আসিয়া অতর্কিতভাবে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের অবস্থা পর্য্য-বেক্ষণ করিতেছিলেন। পরে পারিবারিক ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া তিনি বীরসিংহগ্রামে বাস করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। তদনন্তর তর্কভূষণ মহাশয় ঠাকুরদাসকে দেখিবার নিমিত্ত কলিকাতা আসিয়া পূর্ব্বপরিচিত বড়বাজার নিবাসী ভাগবত চরণ সিংহের বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া আসিলেন। সিংহ মহাশয়ের কৃপায় ঠাকুরদাসের বেতন বৃদ্ধি হইল—মাসিক ৮৲ করিয়া পাইতে লাগিলেন। তখন ঠাকুর দাসের বয়স ২৩ কি ২৪ বৎসর। এই সময় গোঘাট নিবাসী সাত্ত্বিকভাবাপন্ন রমাকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের শুভপরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ভগবতী দেবীর শৈশবাবস্থায় তাঁহার পিতা রমাকান্ত উন্মাদগ্রস্ত হইলে, মাতা গঙ্গাদেবী, স্বামী ও কন্যাসহ স্বীয় পিতা পাতুল নিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশৈশব বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের আদর্শ হিন্দু-পরিবারের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া ভগবতী দেবী আদর্শ হিন্দুরমণী ও বিদ্যাসাগর-জননী হইতে পারিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন জননীগর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জননী উন্মাদ-পীড়াগ্রস্ত হন; পরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রসূতি রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

জন্ম।

ঈশ্বরচন্দ্র, ১২২৭ সাল ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার (১৮২০ খ্রীঃ) দিবা দুই প্রহরের সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামজয় তর্কভূষণ মহাশয় যেন এই বালকের ভাবী কীর্ত্তিলাভের কথা বুঝিতে পারিয়াই নাম রাখিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র!

শৈশব—ছাত্র জীবন।

ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে চপল-স্বভাব ছিলেন। বালককাল অবধি ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চম বৎসর বয়সে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যারম্ভ করিয়া তিনবৎসর কাল পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন। এই সময় রামজয় তর্কভূষণ মহাশয়, অতিসার রোগে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। ঠাকুর দাস, পিতৃকৃত্য সম্পাদন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখাপড়া শিখাইবার উদ্দেশে ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসে কলিকাতা লইয়া আসিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই ভাগবত চরণ সিংহ মহাশয়ের বড়বাজারের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন—ঠাকুরদাস তখন মাসিক ১০৲ বেতন পাইতেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র, অতি শৈশবে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলেও, সিংহ পরিবারের স্নেহাতিশয্যে সে দুঃখ আদৌ অনুভব করেন নাই। ১৮২৯ খ্রীঃ ১লা জুন তারিখে তিনি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। তিনবৎসর কাল ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পাঠ করিলে পর এগার বৎসর বয়সে সাহিত্য-শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এই সময় তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সাহিত্য-শ্রেণীতে দুই বৎসর পাঠ করিলে পর চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র, ক্ষীরপাই গ্রাম নিবাসী শত্রুঘ্নভট্টাচার্য্যের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দীনময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পনের বৎসর বয়সের সময় সাহিত্য-শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া অলঙ্কার-

উপনয়ন ও বিবাহ।

শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রভূত পরিশ্রম ও অসাধারণ প্রতিভাবলে মাত্র ছয়মাস সময় মধ্যে সমগ্র স্মৃতি-শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া 'ল'-কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিছুদিন পর, ত্রিপুরার রাজপণ্ডিতের পদ শূন্য হয়—সপ্তদশ বর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পদের জন্য মনোনীত হন। কিন্তু তাদৃশ দূরদেশে যাইবার নিমিত্ত পিতার অনুমতি লাভে অসমর্থ হওয়ায়, উক্ত পদ গ্রহণ করিলেন না। অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা প্রদান করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে বেদান্ত-শ্রেণীতে উন্নীত হন। এ সময়, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত পদ্য ও গদ্য রচনার জন্য দুইটি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর ন্যায় ও দর্শন পরীক্ষায় ১০০৲ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য ১০০৲ এই দুইশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ন্যায় ও দর্শন-শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে, দুই মাসের জন্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে, ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে অস্থায়ীভাবে এই পদে নিযুক্ত হন। চারি বৎসর কাল অধ্যয়নের পর ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে দর্শন-শাস্ত্র-শ্রেণীর ষড়দর্শন বিষয়ক শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। এইরূপে তিনি নানাবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষায় সকল বিভাগের পরীক্ষায় সমভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন।

'বিদ্যাসাগর।'

চাকরী—কার্য্যক্ষেত্র।

কলেজের শিক্ষা সমাধা করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয়, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মাসিক ৫০৲ বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ নারায়ণ বসু প্রভৃতির নিকট

ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা।

বাড়ীতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত হিন্দী, উড়িয়া ও উর্দ্দু ভাষায়ও বিশেষ অধিকার লাভ করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত পদ প্রাপ্ত হইলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ মত এই সময় সমগ্র বঙ্গদেশে একশত একটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে তত্তৎবিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ, বাবু রসময় দত্তের সহিত মনান্তর ঘটিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অচিরে পদত্যাগ করেন। এই সময় হইতে ১৮৪৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিনি কোন চাকরী করেন নাই। প্রথম পুত্র নারায়ণ চন্দ্র, এই সময় ১২৫৬ সাল ৩০শে কার্ত্তিক (১৮৪৯ খ্রীঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড্‌রাইটার বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলে ১৮৫০ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় ৮০৲ টাকা বেতনে ঐ পদ প্রাপ্ত হন। এই বৎসরই তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক, পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় জজপণ্ডিতের কার্য্যে মুর্শীদাবাদে গমন করেন। এড়ুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি বেথুন সাহেবের পরামর্শ মতে মাসিক ৯০৲ বেতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত পদ গ্রহণ করেন। এই নিয়োগের কিছু দিন পর, বাবু রসময় দত্ত অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিলেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অবস্থা এবং উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে, এই বিষয় সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত রিপোর্ট পাঠ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা (১৮৫১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে) বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদ প্রদান করেন। এখন হইতে সেক্রেটারী ও এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী এই দুই পদ সম্মিলিত হইয়া প্রিন্সিপাল পদের সৃষ্টি হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত কলেজের এই পদ

প্রাপ্ত হইয়া মাসিক দেড়শত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল

এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, (১) প্রাচীন হস্ত লিখিত সংস্কৃত পুঁথিগুলি সংরক্ষণ ও মুদ্রণ, (২) ছাত্রদিগের বেতন গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তন (৩) উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন, (৪) ব্রাহ্মণ-বৈশ্য ব্যতীত অপরাপর জাতির ছাত্রগণের সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার অধিকার প্রদান, (৫) দুই মাস গ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্ত্তন, (৬) সংস্কৃত ভাষার সহিত ইংরাজী ভাষা-শিক্ষা প্রচলন প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর

এবং আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর।

মহাশয় নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে বাঙ্গালা ও ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া মাসিক অতিরিক্ত দুইশত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ উভয় পদের বেতন হইল, মাসিক পাঁচশত টাকা। ১৮৫৬ খ্রীঃ পাব্‌লিক্ ইন্‌ষ্টিটিউসন প্রতিষ্ঠিত হইলে মিঃ গর্ডন ইয়ং ইহার সর্ব্বপ্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র-গণের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিলে, ইহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনান্তর ঘটে; কর্ত্তৃপক্ষগণের বিবিধ চেষ্টাতেও এই মনো-বিবাদ নিবৃত্ত হইল না। ফলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অসঙ্কোচে

পদত্যাগ।

ও অম্লান বদনে ১৮৫৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে, মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

সাহিত্য-সেবা।

১২৪৭ সালে (১৮৪০) খ্রীঃ) মহাকবি কালিদাস প্রণীত 'অভি-জ্ঞান শকুন্তলম্' নামক সুবিখ্যাত নাটকের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া 'শকুন্তলা' নামক এই অতি উপাদেয় পুস্তকখানি

রচনা করেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ হিন্দি বৈতালপচিশি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিল। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের ভাষা, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বশতঃ তাদৃশ প্রাঞ্জল হয় নাই বলিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে তৎপরিবর্ত্তে লালিত্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পর তত্রত্য ছাত্রদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত "বাসুদেব চরিত" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে এক পুস্তক রচনা করেন; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোমত না হওয়ায় এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪৮ খ্রীঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশের উদ্‌যোগী হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কার্য্য হইতে বিরত হন। এই আংশিক অনুবাদ খানি ১২৬৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ মার্শমান সাহেব কৃত History of Bengal এর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ২য় ভাগ নাম দিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৫০ খ্রীঃ Chambers's Biography নামক পুস্তকের অনুবাদ 'জীবনচরিত' এবং ১৮৫১ খ্রীঃ Rudiments of Knowledge নামক পুস্তকের ভাবমাত্র অবলম্বনে "বোধোদয়" রচনা করেন। 'উপক্রমণিকা' ও এই বৎসর রচিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহের তুমুল আন্দোলনে সমগ্র দেশবাসীকে অতিশয় উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, যখন স্বয়ং পলমাত্র বিশ্রাম না করিয়া প্রতিপক্ষগণের আপত্তি খণ্ডনার্থ নানাবিধ শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া পুস্তক প্রণয়নে ও বিধবাবিবাহ প্রচলনার্থ রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টায় একান্ত নিযুক্ত এবং যখন ইয়ং সাহেবের সহিত কার্য্যক্ষেত্রের বিবাদে সমধিক অগ্রসর, সেই বিষম গণ্ডগোল ও মানসিক অশান্তির সময়ও স্থিরচিত্তে শিশুদিগের পাঠোপযোগী দুইভাগ "বর্ণপরিচয়," "কথামালা" ও "চরিতাবলী" প্রণয়ন করিয়া

ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীঃ "সীতার বনবাস" রচিত হয়; এই গ্রন্থের প্রথমাংশ 'উত্তর রামচরিতের' অনুবাদ; তদ্ব্যতীত স্বাধীন রচনা-স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। বঙ্গভাষায় গদ্যসাহিত্যে এরূপ প্রসাদ গুণবিশিষ্ট পুস্তক অদ্যাপি আর রচিত হয় নাই। ইহার পর 'রামের রাজ্যাভিষেক' নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন—মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যও প্রায় শেষ হইয়াছিল, এমন সময় অপর কেহ এই নামধের সমবিষয়াবলম্বনে পুস্তক রচনা করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাহার প্রচার বন্ধ করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ "আখ্যান মঞ্জরী," ১৮৬৯ খৃঃ "ব্যাকরণ কৌমুদী" ৪র্থ ভাগ, ১৮৭০ খৃঃ সটীক "মেঘদূত" এবং পীড়িতাবস্থায় বর্দ্ধমানে অবস্থান কালে, সেক্সপীয়র প্রণীত Comedy of Errors নামক নাটকের "ভ্রান্তি বিলাস" নামক মর্ম্মানুবাদ রচনা করেন। ১৮৭১ খৃঃ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা'—১ম পুস্তক এবং পর বৎসর, উক্ত বিষয়ের ২য় পুস্তক প্রচার করেন।

এইরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু আয়াস স্বীকার করিয়া অসাধারণ প্রতিভাবলে বঙ্গভাষায় মধুর ও সরল গদ্য-রচনার পথ প্রদর্শন করিয়া বঙ্গ ভাষাকে তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধা রাখিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বশুদ্ধ ৫২ খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৭ খানি সংস্কৃত, ৫ খানি ইংরাজী এবং অবশিষ্ট ৩০ খানি বাঙ্গালা পুস্তক। বাঙ্গলা পুস্তক ৩০ খানির মধ্যে ১৪ খানি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক (রচনা ও অনুবাদ) এবং অবশিষ্ট ১৬ খানির মধ্যে ৩ খানি পুরাতন গ্রন্থ (অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ) বিশুদ্ধভাবে সংস্করণ করিয়া প্রকাশিত করেন; অপর ১৩ খানি সাধারণ পাঠ্য (রচনা ও অনুবাদ)।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই "সোম প্রকাশ" নামক বিখ্যাত সংবাদ পত্রের জনক; তিনি স্বয়ং লেখনী চালনা করিয়া ইহাকে প্রতিষ্ঠা-ভাজন করিয়াছিলেন। "সোমপ্রকাশ" ও "তত্ত্ববোধিনী" ব্যতীত বিদ্যাসাগর মহাশয় সময়ক্রমে অপর কোন কোন সংবাদ পত্রেও

প্রবন্ধ লিখিতেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি বহুতর অসমাপ্ত রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমগ্র ভারতবর্ষের এক খানি পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট ইতিহাস লিখিবার উপযোগী আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন; বার্দ্ধক্যে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৃহৎ পুস্তকালয়টি, তাঁহার ঐকান্তিক সাহিত্য-সেবার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—নিত্য নবপ্রকাশিত পুস্তক ব্যতীত বহুতর প্রাচীন অপ্রকাশিত পুঁথিও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া নিরতিশয় দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই পুস্তকালয়টি অচিরে হস্তান্তরিত হইয়া যাইবে।

নারী-সেবা, সমাজ সংস্কার।

মহামতি বেথুন, বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বোধে, তাহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন বিষয়ে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইলেন। এই বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান হেতু বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের অনেক অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন। বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে মতদ্বৈধ ঘটায় তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার পরিচালন ভার পরিত্যাগ করেন; কিন্তু এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক মমতা ক্ষণেকের জন্যও তিরোহিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে প্রধান সহায় ছিলেন; অন্তিম কাল পর্য্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী থাকিয়া তৎ প্রচলনে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। যখন আসিষ্টাণ্ট্ ইন্‌স্পেক্টার পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া এই চারিটি জেলায় যে ৫০টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইয়ং সাহেবের সহিত মনান্তর ঘটায় তৎসমুদয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে গবর্ণমেণ্ট

স্ত্রী-শিক্ষা।

স্বীকৃত হইলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বিদ্যালয় সমূহের প্রত্যেকটিতে দুইজন করিয়া শিক্ষক, একজন করিয়া দাসী এবং বালিকাদের পাঠ্য পুস্তকাদির সমগ্র ব্যয়ভার একাকী বহন করিয়াছিলেন।

বিধবা বিবাহ।

বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থন, বিধবা বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত প্রমাণ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন উদ্দেশে তিনি জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করিয়া স্বোপার্জ্জিত অগাধ ধনরাশি অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। অপরাপর ব্যয়ের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে তিনি এক বিধবা বিবাহের জন্য নিজ হইতে ৮২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' লিখিতে আরম্ভ করেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি পরিশ্রমের পর, হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমূহ সংগ্রহ করিলেন। উক্ত প্রমাণ সমূহের বলে, সদ্যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা প্রমাণ করতঃ জনক জননীর অনুমতি অনুসারে ১৮৫৩ খ্রীঃ তিনি তদ্বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। ইহাতে হিন্দু সমাজে ঘোরতর আন্দোলন হইয়া নানাবিধ কটূক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ স্রোতের মত আসিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎসমুদয় খণ্ডন করিয়া ১৮৫৫ খ্রীঃ বর্দ্ধিতাকারে, বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক দ্বিতীয়বার প্রচার করেন এবং আপত্তিকারীদের প্রতিবাদ যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন করেন। এইরূপে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণ রূপে বৈধ বলিয়া প্রমাণিত হইলে বিধবা বিবাহ জাত সন্তানগণ পাছে দায়ভাগমতে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন, এই নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন প্রচলন করাইবার উদ্দেশে, ন্যূনাধিক সহস্র গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র সহ আইনের এক পাণ্ডুলিপি গবর্ণমেণ্ট

সমীপে প্রেরণ করেন। স্যর্ রাধাকান্ত দেব প্রমুখ প্রায় ৩৭ সহস্র ব্যক্তি এই আইন প্রচলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ১৮৬৬ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই (১২৬৩ সাল, ১২ই শ্রাবণ) বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইন পাশ হইয়া গেল। এই বার বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদিগের বিবাহ দিবার উদ্‌যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আইন প্রচলন হইবার পরই ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে খাটুয়া নিবাসী সুবিখ্যাত রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহিত বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পটলডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা কন্যা (৪র্থ বর্ষে বিবাহ, ৬ষ্ট বর্ষে বিধবা) কালীমতী দেবীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিধবা বিবাহ ব্যাপারে, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নানাবিধ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল; দুষ্ট লোকে তাঁহার প্রাণনাশের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন নাই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ স্থিরমতি বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্রাপি সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপনে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহাকে এই বিরাট ব্যাপারে যে সকল ব্যক্তি সহায়তা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অগত্যাই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এইরূপ ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন যে পুনরায় চাকরী করিবার কল্পনাও তাঁহাস মনের মধ্যে উদয় হইয়াছিল!

১২২৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ ২১ বর্ষ বয়স্ক পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের সহিত খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা ভবসুন্দরী দেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার বিধবা বিবাহ প্রচলনে গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ পাইতেছে।

বহু বিবাহ

বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্গদেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের বহু বিবাহ প্রথা রহিত করিবার নিমিত্তও বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি একখানি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিনি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণসমাজের ইতিবৃত্ত সহ কৌলীন্যপ্রথা

হেতু যে সকল গর্হিতাচরণ প্রশ্রয় পাইতেছিল, তৎসমুদয় অতি বিশদ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি বহু মান্যগণ্য লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্রও প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু বিধবা বিবাহের গণ্ডগোলে পড়িয়া ইহা তত ফলপ্রসূ হয় নাই। ১৮৫৬ খ্রীঃ বহু বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়া ক্রমাগত ২০ বৎসর কাল অল্প বিস্তর এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল।

লোক-সেবা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বপ্রথম জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এই অনুষ্ঠানে তাঁহাকে মাসিক তিনশত টাকা করিয়া ব্যয় করিতে হইত। এই বিদ্যালয় এক্ষণ তদীয় জননীর নামানুসারে 'ভগবতী-বিদ্যালয়' নামে খ্যাত।

শিক্ষা বিস্তার—
মেট্রপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসন্।

১৮৬৪ খ্রীঃ নানাবিধ পরিবর্ত্তনের পর কলিকাতা 'ট্রেণীং স্কুলের' 'মেট্রপলিটন স্কুল' নামকরণ হইলে উহা তাঁহার তত্ত্বাবধারণে আইসে। ১৮৬৬ খ্রীঃ হইতে স্কুলের সমগ্র দায়িত্ব তাঁহার উপর পতিত হইল এবং ১৮৫৮ খ্রীঃ হইতে তিনি ইহার সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। বহু বিঘ্নের পর, ১৮৭২ খ্রীঃ হইতে মেট্রপলিটনস্কুল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূ্ত হইয়া এফ্‌ এ পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণের অধিকার প্রাপ্ত হইল। সুফল দেখিয়া ১৮৮১ খৃঃ হইতে কর্ত্তৃপক্ষেরা বি, এ পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণেরও অধিকার প্রদান করেন। মেট্রপলিটন কলেজের আয় কলেজের ব্যয় জন্যই নিয়োজিত হইত— নিজে কখন এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া তিনি এই জন্য একটি সুরম্য তৃতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৫ খৃঃ বড় বাজার এবং ১৮৮৭ খৃঃ বহুবাজার ও শ্যামবাজার পল্লীতে ব্রাঞ্চ স্কুল স্থাপন করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দয়ার-সাগর ছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার এই বৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি ঋণমুক্ত করিয়াছেন, কত কন্যাদায় গ্রস্তকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিয়মিত রূপে মাসিক আটশত টাকারও অধিক বৃত্তিদান করিতেন, এ দানের কথা সাধারণে কাহাকেও জানিতে দিতেন না। এতদ্ব্যতীত, সাময়িক ও এককালীন দানও করিতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তিনি ঋণ করিয়া দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি চারি পাঁচ মাসকাল অন্নসত্র খুলিয়া অবিরাম অন্নদান করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃঃ বর্দ্ধমানে অবস্থান কালে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব সময়, তিনি জাতি বা ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগনার অধীন কর্ম্মটাড়ে তাঁহার স্বীয় বাগান-বাটীতে অবস্থান কালে তত্রত্য সাঁওতাল অধিবাসী ও অন্যান্য দীনদুঃখীকে অন্ন বস্ত্র, ঔষধ এবং পথ্যাদি বিতরণ করিতেন।

দান।

পারিবারিক অন্যান্য কথা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় পিতৃমাতৃ ভক্ত ছিলেন। জনক জননীকে তিনি সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন। একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারের তত্ত্বাবধারণ ভার, তিনি পিতামাতার উপর ন্যস্ত করিয়া অধিকাংশ সময় কলিকাতায় একা রহিতেন। বৃহৎ পরিবারের ব্যয়ভার তিনি একা বহন করিতেন। তাঁহার বিলাসিতার লেশমাত্র ছিল না।

নানাকারণে বিদ্যাসাগর মহাশয় পারিবারিক জীবনে তাদৃশ সুখী ছিলেন না; বরং তিনি ইহার প্রতি সময়ক্রমে সম্পূর্ণরূপ বীতশ্রদ্ধ হইতেন। তবে, শেষাবস্থায় কলিকাতায় কন্যা ও বালক দৌহিত্রগণকে লইয়া কিঞ্চিৎ সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস, একক কাশীবাস করিতেছিলেন। জননী ভগবতী দেবী তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর ১২৭৭ সালের শেষ দিনে পতিপুত্র রাখিয়া অমরধামে গমন করেন। পরে ১২৮৩ সালে ১লা বৈশাখ পিতা ঠাকুরদাস কাশীধামে পরলোক গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তদবধি নির্জ্জনবাসে জ্ঞানোন্নতি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র অনুশীলনে সমধিক যত্নবান হইয়াছিলেন।

১২৮৩ সালের শেষভাগে কলিকাতা বাদুড়বাগানে একটি দ্বিতল বাটী প্রস্তুত করিয়া তথায় নিজ পুস্তকালয়টি উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিয়া বহুদিনের ক্ষোভ দূর করিয়াছিলেন।

১২৯৫ সালে ১লা ভাদ্র, পত্নী দীনময়ী দেবী দেহত্যাগ করেন।

বিবিধ।

সি, আই, ই।

১৮৮০ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে C. I, E. উপাধি দান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মমতে সাধারণ হিন্দুদিগের অনুষ্ঠিত পদ্ধতির বশীভূত ছিলেন না। তিনি আপন ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস প্রকাশ করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক এ জগতে বিরল। সহস্র অনুরোধ ও বিপুল বাধা, তাঁহার পর্ব্বত সদৃশ দৃঢ় সঙ্কল্প কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিত না।

শেষ।

১৮৬৯ খৃঃ মেরীকার্পেণ্টারের সহিত বালী-উত্তরপাড়া যাইবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় পথিমধ্যে গাড়ী হইতে পড়িয়া যকৃতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। তদবধি তাঁহার আশৈশব সুস্থ ও সবল শরীরে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। মধ্যে মধ্যে তিনি

নানাবিধ অসুখ অনুভব করিতেন। পত্নীর মৃত্যুর পর ১২৯৫ সালের ভাদ্র মাস হইতে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত উদরাময় পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে, তিনি ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পুনরায় কলিকাতা আসিয়া রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। কিছুদিন সামান্য মাত্র উপশমের পর হিক্কা দেখা দিল। তখন তিনি নিজ ব্যবস্থামত ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ১৩ই শ্রাবণ বৈকাল ও সন্ধ্যার সময় জ্বর প্রবল হইল এবং সেই রাত্রেই (১২৯৭ সাল ১৩ই শ্রাবণ, ১৮৯১ খ্রীঃ ২৯শে জুলাই, মঙ্গলবার) রাত্রি ২-১৮ মিনিটের সময় বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারত অন্ধকার করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় নিত্য ধামে চলিয়া গেলেন।

শকুন্তলার পত্ররচনা।

সখি। পত্রিকা রচনা করিতেছি—৩৫ পৃষ্ঠা।

শকুন্তলা।

প্রথম অঙ্ক। (১)

অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে দুষ্যন্ত নামে এক সম্রাট্ (২) ছিলেন। তিনি, একদা বহু সৈন্য সামন্ত (৩) সমভিব্যাহারে (৪) করিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক হরিণ-শিশুকে লক্ষ করিয়া, শরাসনে (৫) শর সন্ধান (৬) করিলেন। হরিণ-শিশু রাজার অভিসন্ধি (৭) বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে অতি দ্রুতবেগে পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথ চালন কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎ ক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শর নিক্ষেপের উপক্রম (৮) করিতেছেন,এমন সময়ে দূর হইতে দুই তপস্বী উচ্চৈস্বরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। সারথি শুনিয়া অবলোকন করিয়া কহিল, মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। রাজা,

---

১ নাটকের পরিচ্ছেদ। ২ রাজচক্রবর্ত্তী। ৩ বশবর্ত্তী রাজগণ। ৪ সঙ্গে। আধুনিক বাঙ্গালায় এই শব্দের পরে "করিয়া" ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায় না। ৫ শরের অসন (নিক্ষেপ) হয় যদ্দারা—ধনুক। ৬ যোজন। ৭ অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য। ৮ উদ্যোগ।

তপস্বীর নাম শ্রবণমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, ত্বরায় রশ্মি (১) সংযত করিয়া (২) রথের বেগ সংবরণ কর (৩)। সারথি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল।

এই অবকাশে তপস্বীরা রথের সন্নিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবি অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষেপ করিবার যোগ্য নহে। অতএব শরাসনে যে শর সন্ধান (৪) করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার (৫) করুন। আপনকার অস্ত্র আর্ত্তের (৬) পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধীকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে।

রাজা লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শর প্রতিসংহার করিয়া প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা দীর্ঘায়ুরস্তু (৭) বলিয়া হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেমন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আপনকার এই বিনয় ও সৌজন্য তদুপযুক্তই বটে। প্রার্থনা করি আপনকার পুত্র লাভ হউক, এবং সেই পুত্র এই সসাগরা (৮) সদ্বীপা (৯) পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হউন। রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।

অনন্তর তাপসেরা কহিলেন, মহারাজ! ঐ মালিনী নদীতীরে আমাদিগের গুরু মহর্ষি কণ্বের (১০) আশ্রম দেখা যাইতেছে। যদি

---

১ ঘোড়ার বল্গা বা লাগাম। ২ আকৃষ্ট করিয়া, টানিয়া। ৩ থামাও। ৪ প্রয়োগ। ৫ বিয়োজন করুন, খুলে' ফেলুন। ৬ বিপন্নের। ৭ দীর্ঘায়ুঃ+অস্তু (হউন; দীর্ঘজীবী হউন)। ৮ সাগরবেষ্টিতা, পুরাণোক্ত সপ্তসাগর, যথা—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল। ৯ দ্বীপ সমন্বিতা; পুরাণোক্ত সপ্ত দ্বীপ যথা;—জম্বু পুষ্কর, যব, প্লক্ষ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মলী ও কর্পূর। ১০ পুরুবংশীয় মুনিবিশেষ, শুক্লযজুর্ব্বেদী কণ্বগোত্রের প্রবর্ত্তক, এবং শকুন্তলার পালক পিতা।

কার্য্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন। আর, তপস্বীরা কেমন নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন, আপনকার ভুজবলে ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত হইতেছে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন (১), মহর্ষি আশ্রমে আছেন? তপস্বীরা কহিলেন, না মহারাজ! তিনি আশ্রমে নাই; এই মাত্র, স্বীয় দুহিতা শকুন্তলার প্রতি অতিথিসৎকারের ভার প্রদান করিয়া তাহার দুর্দ্দৈবশান্তির (২) নিমিত্ত, সোমতীর্থে (৩) প্রস্থান করিলেন। রাজা কহিলেন, মহর্ষি আশ্রমে নাই তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি অবিলম্বে তদীয় তপোবন দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিতেছি। তখন তাপসেরা, এক্ষণে আমরা চলিলাম, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজা সারথিকে কহিলেন সূত (৪)! রথচালন কর, তপোবন দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব। সারথি ভূপতির আদেশ পাইয়া পুনর্ব্বার রথচালন করিল। রাজা কিয়দ্দূর গমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া কহিলেন সূত! কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ! কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার সকল (৫) তরুতলে পতিত রহিয়াছে; তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদীফল (৬) ভাঙ্গিয়াছিলেন সেই সকল উপলখণ্ড (৭) তৈলাক্ত পতিত আছে; ঐ দেখ! কুশভূমিতে হরিণশিশু সকল

---

১ আধুনিক গদ্য-সাহিত্যে "জিজ্ঞাসা করিলেন" ইত্যাকার মিশ্রধাতুর পরিবর্ত্তে এইরূপ প্রয়োগ বিরল হইলেও, এস্থলে ইহা বড়ই শ্রুতিমধুর হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় এরূপ প্রয়োগ বহুস্থলে দৃষ্ট হয়। ২ অদৃষ্ট-দোষ প্রতিবিধানের। ৩ প্রভাসতীর্থ। ৪ সারথি। ৫ তৃণধান্য, উড়িধান। ৬ তৈলময় ফলবিশেষ। ৭ পাথরের টুক্‌রা, নুড়ি।

নিঃশঙ্ক চিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে; এবং যজ্ঞীয় ধূমসমাগমে নব পল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। সারথি কহিল, মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন (১)।

রাজা কিঞ্চিৎ গমন করিয়া সারথিকে কহিলেন, সূত! আশ্রমের উৎপীড়ন হওয়া উচিত নহে; এই স্থানেই রথ স্থাপন কর আমি অবতীর্ণ হইতেছি। সারথি রশ্মি সংযত করিল। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সূত! তপোবনে বিনীত (২) বেশে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য; অতএব শরাসন ও সমুদয় আভরণ রাখ। এই বলিয়া রাজা সেই সমস্ত সূতহস্তে সমর্পণ করিলেন; এবং কহিলেন অশ্বগণের আজি অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব, আশ্রমবাসীদিগকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবার মধ্যে তাহাদিগকে ভাল করিয়া বিশ্রাম করাও। সারথিকে এই আদেশ দিয়া রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র, রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দ হইতে লাগিল। রাজা, তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই আশ্রমপদ (৩) শান্তরসাস্পদ (৪) অথচ আমার দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন হইতেছে; ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের এতদনুযায়ী (৫) ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়? অথবা ভবিতব্যের (৬) দ্বার সর্ব্বত্রই হইতে পারে। মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে "প্রিয় সখি! এ দিকে, এ দিকে" এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া কহিতে

১ বলিতেছেন (এস্থলে 'আজ্ঞা' অর্থে 'হুকুম' বুঝিতে হইবে না)। ২ অনাড়ম্বর সংযত। ৩ আশ্রমস্থল—তপোবন। ৪ সুখ, দুঃখ ও রাগ বর্জ্জিত স্থান। ৫ (দক্ষিণ বাহুস্পন্দন বরস্ত্রী-লাভ-সূচক)। ৬ অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপির, অদৃষ্টের।

লাগিলেন, বৃক্ষবাটিকার (১) দক্ষিণাংশে যেন স্ত্রীলোকের আলাপ শুনা যাইতেছে; কি বৃত্তান্ত, অনুসন্ধান করিতে হইল।

এই বলিয়া, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, রাজা দেখিতে পাইলেন তিনটি অল্পবয়স্কা তপস্বিকন্যা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া আলবালে (২) জলসেচন করিতে আসিতেছে। রাজা, তাহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহারা আশ্রমবাসিনী; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজি উদ্যানলতা (৩) সৌন্দর্য্যগুণে বনলতার (৪) নিকট পরাজিত হইল। এই বলিয়া তরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নাম্নী দুই সহচরীর সহিত বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি শকুন্তলে! বোধ করি, পিতা কণ্ব তোমা অপেক্ষাও আশ্রমপাদপদিগকে ভাল বাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকাকুসুমকোমলা, (৫) তথাপি তোমাকে আলবালজলসেচনে নিযুক্তা করিয়াছেন। শকুন্তলা, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই জলসেচন করিতে আসিয়াছি এমন নয়; আমারও ইহাদের উপর সহোদরস্নেহ আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালে যে সকল বৃক্ষের কুসুম হয় তাহাদের

১। উদ্যানের, কুঞ্জের। ২ বৃক্ষমূলে সলিল রক্ষণার্থ রচিত খাত। ৩ সযত্নে ও সাদরে বর্দ্ধিতা ও লালিতা লতা, এস্থানে রাজার অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। ৪ অযত্নে বর্দ্ধিতা লতা; এস্থানে স্বভাবের ক্রোড়ে লালিতা ঋষিকন্যা। ৫ সদ্যঃপ্রস্ফুটিত মল্লিকা পুষ্পের ন্যায় কোমলাঙ্গী।

সেচন সমাপ্ত হইল; এক্ষণে, যাহাদের কুসুমের সময় অতীত হইয়াছে, এস, তাহাদিগকেও সেচন করি। এই বলিয়া সকলে মিলিয়া সেই বৃক্ষে জল সেচন করিতে লাগিলেন।

রাজা, দেখিয়া শুনিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক, এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন! অথবা, যেমন প্রফুল্ল কমল শৈবালযোগেও (১) অধিক শোভা পায়, যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্কসম্পর্কেও (২) সাতিশয় শোভমান হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,বল্কল পরিধান করিয়াও যার পর নাই মনোহারিণী হইয়াছেন। যাহাদের আকার স্বভাবসুন্দর তাহাদের কি না অলঙ্কারের কার্য্য করে!

শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! দেখ দেখ, সমীরণভরে সহকারতরুর (৩) নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন সহকার অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা আমাকে আহ্বান করিতেছে। অতএব আমি উহার নিকটে চলিলাম। এই বলিয়া সেই সহকার-তরুতলে গিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি! ঐখানে খানিক থাক। শকুন্তলা জিজ্ঞাসিলেন, কেন সখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন, তুমি সমীপবর্ত্তিনী হওয়াতে যেন সহকারতরু অতিমুক্তলতার (৪) সহিত সমাগত (৫) হইল।

১। শেওলাজড়ানো হইলেও। ২ কলঙ্কবিশিষ্ট হইলেও। ৩ আম্রবৃক্ষের। ৪ মাধবী পুষ্প শুক্লত্বে মুক্তাকেও অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মাধবী "অতিমুক্ত"-আখ্যা পাইয়াছে, মাধবীলতা। ৫ মিলিত

শকুন্তলা, শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন সখি! এই নিমিত্তই তোমাকে প্রিয়ংবদা বলে।

রাজা, প্রিয়ংবদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে; কেন না, শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব (১); বাহু-যুগল কোমল বিটপশোভা (২) ধারণ করিয়াছে; আর নব যৌবন, বিকসিত কুসুম রাশির ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

অনসূয়া কহিলেন, শকুন্তলে! দেখ দেখ, তুমি যে নবমালিকার 'বনতোষিণী' নাম রাখিয়াছ সে স্বয়ংবরা হইয়া সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া সহর্ষ মনে কহিতে লাগিলেন, সখি অনসূয়ে! দেখ ইহাদের উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় উপস্থিত! নবমালিকা বিকসিত নব কুসুমে সুশোভিতা হইয়াছে, আর সহকারও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন, অনসূয়ে! কি নিমিত্ত শকুন্তলা সর্ব্বদাই বনতোষিণীকে উৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করে, জান? অনসূয়া কহিলেন, না সখি! জানি না, কি বল দেখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই মনে করিয়া, যে যেমন বনতোষিণী সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন তেমনই আপন অনুরূপ বর পাই। শকুন্তলা কহিলেন, ইটি তোমার আপনার মনের কথা।

শকুন্তলা, এই বলিয়া অনতিদূরবর্ত্তিনী মাধবীলতার সমীপবর্ত্তিনী

---

১ বিকাশ; (অধরে নবপল্লবের ন্যায় ঈষৎ রক্তবর্ণের আভার বিকাশ)।

২ নূতন শাখার কান্তি।

হইয়া, হৃষ্টমনে প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি, মাধবীলতার মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত, মুকুল নির্গত হইয়াছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! আমিও তোমাকে এক প্রিয়-সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, এ তোমার মনগড়া কথা, আমি শুনিতে চাহি না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, না সখি! আমি পরিহাস করিতেছি না। পিতার মুখে শুনিয়াছি তাই কহি-তেছি, মাধবীলতার এই যে মুকুলনির্গম এ তোমারই শুভসূচক। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, অনসূয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, প্রিয়ংবদে! এই নিমিত্তই শকুন্তলা মাধবীলতাকে সাদরমনে সেচন ও সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করে বটে! শকুন্তলা কহিলেন, সে জন্যে ত নয়; মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত উহাকে সাদরমনে সেচন ও সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করি।

এই বলিয়া, শকুন্তলা, মাধবীলতায় জলসেচন আরম্ভ করিলেন। এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল; জলসেক করিবামাত্র, মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া, বিকসিত কুসুম ভ্রমে, শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা করপল্লব সঞ্চালন দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইল না, গুন্ গুন্ করিয়া অধর সমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা, একান্ত অধীরা হইয়া, কহিতে লাগিলেন, সখি! পরিত্রাণ কর, দুর্বৃত্ত মধুকর আমাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে। তখন উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি; দুষ্মন্তকে স্মরণ কর; রাজারাই তপোবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে ভ্রমর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, শকুন্তলা কহিলেন, দেখ, এই দুর্বৃত্ত কোন মতে নিবৃত্ত হইতেছে না; আমি এখান হইতে যাই। এই বলিয়া দুই চারি পা গমন করিয়া কহিলেন, কি আপদ! এখানেও আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। সখি! পরিত্রাণ কর। তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রিয়সখি! আমাদের পরিত্রাণের ক্ষমতা কি, দুষ্যন্তকে স্মরণ কর; তিনি তোমার (১) পরিত্রাণ করিবেন।

রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে! কিন্তু রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কি করি; অথবা অতিথিভাবে উপস্থিত হইয়া অভয় প্রদান করি। এই স্থির করিয়া সত্বরগমনে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিলেন, পুরু-(২) বংশোদ্ভব দুষ্যন্ত দুর্বৃত্তদিগের শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে, কার সাধ্য, মুগ্ধস্বভাবা (৩) তপস্বিকন্যাদিগের সহিত অশিষ্ট (৪) ব্যবহার করে।

তপস্বিকন্যারা, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, প্রথমতঃ কিছু ব্যস্তসমস্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরেই, অনসূয়া কহিলেন, না মহাশয়! এমন কিছু অনিষ্ট ঘটনা হয় নাই। তবে কি জানেন, এক দুষ্ট মধুকর আমাদিগের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে অতিশয় আকুল করিয়াছিল; তাহাতেই ইনি কিছু কাতরা হইয়াছিলেন। রাজা, ঈষৎ হাস্য করিয়া শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসিলেন,

১। (কর্ম্মে দ্বিতীয়াস্থানে ষষ্ঠী)। ২ যযাতি রাজার শর্ম্মিষ্ঠাগর্ভজাত পুত্র, ইনি কুরুপাণ্ডব বংশের আদি পুরুষ। ৩ সুন্দরপ্রকৃতিবিশিষ্টা। ৪ অভদ্র।

কেমন, তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে? শকুন্তলা লজ্জায় জড়ীভূতা (১) ও নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। অনসূয়া, শকুন্তলাকে উত্তরপ্রদানে পরাঙ্মুখী দেখিয়া, রাজাকে কহিলেন, হাঁ মহাশয়! তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু এক্ষণে অতিথিবিশেষলাভ দ্বারা সবিশেষ বৃদ্ধি হইল। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! যাও যাও, শীঘ্র কুটীর হইতে অর্ঘ্যপাত্র (২) লইয়া আইস; জল আনিবার প্রয়োজন নাই, এই ঘটে যে জল আছে তাহাতেই পাদপ্রক্ষালন সম্পন্ন হইবেক। রাজা কহিলেন, না না, এত ব্যস্ত হইতে হইবেক না; মধুর সান্ত্বষণ দ্বারাই আতিথ্য করা হইয়াছে। তখন অনসূয়া কহিলেন, মহাশয়! তবে এই সুশীতল সপ্তপর্ণ (৩) বেদীতে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। রাজা কহিলেন, তোমরাও জলসেচন দ্বারা অতিশয় ক্লান্তা হইয়াছ, মুহূর্ত্ত বিশ্রাম কর। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি শকুন্তলে! অতিথির অনুরোধ রক্ষা উচিত; এস আমরাও বসি। অনন্তর সকলেই উপবেশন করিলেন।

এই রূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিয়া আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ (৪) বিকার উপস্থিত হইতেছে? এই বলিয়া, তাঁহার নাম ধাম জাতি ব্যবসায়াদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, নিতান্ত উৎসুকা হইলেন। রাজা তাপসকন্যাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের সমান রূপ,

---

১। অতিমাত্র সঙ্কুচিতা; জড়সড়। ২। পূজার উপকরণপূর্ণ পাত্র। ৩। ছাতিম গাছ। ৪। তপোবনে সংঘটনের অযোগ্য।

সমান বয়স, সমান ব্যবসায় (১) ; সেই নিমিত্ত তোমাদিগের সৌহৃদ্য (২) অতি রমণীয় হইয়াছে। প্রিয়ংবদা রাজার অগোচরে অনসূয়াকে কহিলেন, সখি! এ ব্যক্তি কে? দেখছ, কেমন চতুর, কেমন গম্ভীরাকৃতি ও কেমন প্রভাবশালী। মধুর আলাপ দ্বারা যেন চির-পরিচিত সুহৃদের ন্যায় প্রতীতি জন্মাইতেছেন। অনসূয়া কহিলেন, সখি! আমারও এ বিষয়ে কৌতূহল জন্মিয়াছে। ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনকার মধুর আলাপশ্রবণে সাহসী হইয়া জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কোন্ দেশকেই বা সম্প্রতি আপনকার বিরহে কাতর করিতেছেন? কি নিমিত্তই বা, এরূপ সুকুমার হইয়াও, তপোবনদর্শনপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন? শকুন্তলা শুনিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া, কহিলেন, হৃদয়! এত উতলা (৩) হও কেন? তুমি যে জন্য ব্যাকুল হইতেছিলে, অনসূয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে।

রাজা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কিরূপে আত্মপরিচয় দি; যথার্থ পরিচয় দিলে সকলই প্রকাশ হইয়া পড়ে; এই বলিয়া কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন, ঋষিতনয়ে! আমি এই রাজ্যের ধর্ম্মাধিকারে (৪) নিযুক্ত; পুণ্যাশ্রমদর্শন প্রসঙ্গে (৫) এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি। অনসূয়া কহিলেন, অদ্য তপস্বীদিগের বড় সৌভাগ্য; মহাশয়ের সমাগমে অদ্য তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করিবেন। এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল; কিন্তু পরস্পর সন্দর্শনে, রাজা ও শকুন্তলা, উভয়েরই মন চঞ্চল হইল এবং

১ বৃত্তি অনুষ্ঠান। ২। প্রীতি, সখ্য। ৩। ব্যাকুল। ৪ ন্যায়ান্যায়-বিচার কার্য্যে, অথবা বিচারকের পদে। ৫ ব্যপদেশে; উপলক্ষে।

উভয়েরই আকারে ও ইঙ্গিতে চিত্তচাঞ্চল্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, উভয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া, রাজার অগোচরে শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! যদি আজ পিতা আশ্রমে থাকিতেন, জীবিতসর্ব্বস্ব (১) দিয়াও এই অতিথিকে তুষ্ট করিতেন। শকুন্তলা শুনিয়া কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা কিছু মনে করিয়া এই কথা বলিতেছ; আমি তোমাদের কথা শুনিব না।

রাজা, শকুন্তলার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের সখীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাঞ্ছা করি। তাঁহারা কহিলেন, মহাশয়! আপনকার এ অভ্যর্থনা (২) অনুগ্রহ বিশেষ; যাহা ইচ্ছা হয় অসঙ্কুচিতচিত্তে (৩) জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন, মহর্ষি কণ্ব জন্মাবচ্ছিন্নে (৪) দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি কৌমারব্রহ্মচারী (৫), ধর্ম্মচিন্তায় ও ব্রহ্মোপাসনায় একান্ত রত। অথচ তোমাদের সখী তাঁহার কন্যা, ইহা কিরূপে সম্ভবে, বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজার এই জিজ্ঞাসা শুনিয়া অনসূয়া কহিলেন, মহাশয়! আমরা প্রিয়সখীর জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ শুনিয়াছি, কহিতেছি শ্রবণ করুন। শুনিয়া থাকিবেন, বিশ্বামিত্র (৬) নামে এক অতি প্রভাবশালী রাজর্ষি

১। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পদ্। ২ প্রার্থনা। ৩ সরল মনে ৪ আজীবন। ৫ যিনি দারপরিগ্রহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ৬ ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব গাধিরাজের পুত্র; ইনি তপোবলে ব্রহ্মশক্তি লাভ করিয়া 'রাজর্ষি' নামে ভুবনবিখ্যাত হইয়াছেন। (বিশ্ব+মিত্র; মিত্রশব্দ পরে থাকাতে, ঋষি অর্থে, 'বিশ্ব-শব্দের অ-কার দীর্ঘ হইয়াছে)।

ছিলেন। তিনি কোন সময়ে গোমতী (১) তীরে অতিকঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। দেবতারা, তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রাজর্ষির সমাধিভঙ্গ করিবার নিমিত্ত, মেনকানাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। মেনকা তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মায়াজাল বিস্তার করিলে, রাজর্ষির সমাধিভঙ্গ হইল। বিশ্বামিত্র ও মেনকা আমাদের সখীর জনক ও জননী। নির্দ্দয়া মেনকা সদ্যঃপ্রসূতা তনয়াকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমাদের সখী সেই বিজন বনে অনাথা পড়িয়া রহিলেন। এক পক্ষী, কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে স্নেহরসপরবশ হইয়া পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে পিতা কণ্ব পর্য্যটন ক্রমে (২) সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে তদবস্থ পতিতা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের আবির্ভাব হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আশ্রমে আনয়ন করিয়া, স্বীয় তনয়ার ন্যায় পালন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রথমে শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী লালন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত নাম শকুন্তলা রাখিলেন।

রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হাঁ সম্ভব বটে; নতুবা মানবীতে কি এরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্ভবিতে পারে? ভূতল হইতে কখন জ্যোতির্ম্ময় (৩) বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, মহাশয়ের আকার ইঙ্গিত দর্শনে বোধ হইতেছে যেন আর কিছু

১ নদীবিশেষ—আর্য্যাবর্ত্তে গঙ্গার উপনদী। ২ পরিভ্রমণ করিতে করিতে। ৩ প্রখর দীপ্তিময়।

জিজ্ঞাসা করিবেন। শকুন্তলা, রাজার অগোচরে, প্রিয়ংবদাকে ভ্রূভঙ্গী ও অঙ্গুলি দ্বারা তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন, বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছ; তোমাদের সখীর বিষয়ে আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এত বিচার করিতেছেন কেন? যাহা ইচ্ছা হয় অসঙ্কুচিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন, আমার জিজ্ঞাস্য এই, তোমাদের সখী, যাবৎ বিবাহ না হইতেছে তাবৎ পর্য্যন্তমাত্র তাপসব্রত সেবা করিবেন, অথবা যাবজ্জীবন হরিণীগণের সহবাসেই কালযাপন করিবেন। প্রিয়ংবদা কহিলেন, তাত কণ্ব সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন অনুরূপ পাত্র না পাইলে শকুন্তলার বিবাহ দিবেন না। রাজা শুনিয়া, সাতিশয় হর্ষিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তবে আমার শকুন্তলালাভ নিতান্ত অসম্ভব নহে। হৃদয় আশ্বাসিত (১) হও, এক্ষণে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে; যাহাকে অগ্নি আশঙ্কা করিতেছিলে তাহা স্পর্শশীতল রত্ন হইল।

শকুন্তলা কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! আমি চলিলাম, আর আমি এখানে থাকিব না। অনসূয়া কহিলেন, সখি কি নিমিত্তে? শকুন্তলা বলিলেন, দেখ, প্রিয়ংবদা মুখে যাহা আসিতেছে তাই কহিতেছে; আমি যাইয়া আর্য্যা (২) গোতমীকে (৩) কহিয়া দিব। অনসূয়া কহিলেন, সখি! অভ্যাগত মহাশয়ের এ পর্য্যন্ত সৎকার করা হয় নাই। বিশেষতঃ আজি তোমার উপরে অতিথিসৎকারের ভার আছে। অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া

---

১ স্থির এবং উৎসাহিত। ২ পূজনীয়দিগের প্রতি প্রযুজ্য সাধারণ আখ্যা-বিশেষ। মহর্ষি কণ্বের ভগিনী।

তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। শকুন্তলা কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে আটকাইয়া কহিলেন, সখি! তুমি যাইতে পাইবে না। আমার দুই কলসী জল ধার; আগে শোধ দাও, তবে যাইতে দিব। এই বলিয়া শকুন্তলাকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। রাজা কহিলেন, তাপসকন্যে! তোমার সখী বৃক্ষসেচন দ্বারা অতিশয় ক্লান্তা হইয়াছেন, আর উঁহাকে পল্বল (১) হইতে জল আনাইয়া অধিক ক্লান্তা করা উচিত হয় না। আমি তোমার সখীকে ঋণমুক্তা করিতেছি। এই বলিয়া অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া, জলকলসের মূল্যস্বরূপ প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, অঙ্গুরীয়মুদ্রিত নামাক্ষর পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন (২) হইয়া, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গুরীয়ে যে দুষ্যন্তনাম মুদ্রিত ছিল, প্রদানকালে রাজার তাহা স্মরণ ছিল না। এক্ষণে আত্মপ্রকাশ সম্ভাবনা দেখিয়া, সাবধান হইয়া কহিলেন, মুদ্রিত নাম দেখিয়া তোমরা অন্যথা ভাবিও না। আমি রাজপুরুষ (৩), রাজা আমাকে প্রসাদচিহ্নস্বরূপ (৪) এই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছেন। প্রিয়ংবদা রাজার ছল বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহাশয়! তবে এই অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিবিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে; আপনকার কথাতেই ইনি ঋণে মুক্তা হইলেন। পরে ঈষৎ হাসিয়া শকুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, সখি শকুন্তলে! এই

---

১ ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা। ২ (বিস্ময়কে আপন্না) আশ্চর্য্যান্বিতা। ৩ (রাজার পুরুষ) রাজকর্ম্মচারী, অথবা (যেই রাজা-সেই পুরুষ) স্বয়ং রাজা এই উভয় অর্থই বুঝায়। ৪ অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ।

মহাশয়, অথবা মহারাজ, তোমাকে ঋণমুক্তা করিলেন ; এক্ষণে ইচ্ছা হয় যাও। শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আর আমার সাধ্য নহে। অনন্তর প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আমি যাই না যাই তোমার কি ?

রাজা, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি ইহার প্রতি যেরূপ, এ আমার প্রতি সেরূপ কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা আর সন্দেহর বিষয় কি ? কারণ আমার সহিত কথা কহিতেছে না, অথচ আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিতে অনন্যচিত্তা হইয়া স্থিরকর্ণে শ্রবণ করে ; নয়নে নয়নে সঙ্গতি (১) হইলে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লয়, অথচ অন্যদিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়া থাকে না। অন্তঃকরণে অনুরাগসঞ্চার না হইলে এরূপ ভাব হয় না।

রাজার ও তাপসকন্যাদিগের এইরূপ আলাপ চলিতেছে, এমন সময়ে সহসা অনতিদূরে কোলাহল হইতে লাগিল এবং কেহ কহিতে লাগিল, "হে তপস্বিগণ ! মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্ত, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া, তপোবনসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন ; তোমরা তপোবনস্থ প্রাণিসমূহের রক্ষণার্থে সত্বর ও যত্নবান্ হও। বিশেষতঃ এক আরণ্য (২) গজ, রাজার রথদর্শনে শঙ্কিত হইয়া, তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নস্বরূপ, ধর্ম্মারণ্যে (৩) প্রবেশ করিতেছে !"

তাপসকন্যারা শুনিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। রাজা, বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আপদ্ ! অনুযায়ী (৪)

---

১ মিলন। ২ অরণ্যজাত, বন্য। ৩ ধর্ম্মাচরণের অরণ্যে অর্থাৎ তপোবনে।
৪ অনুগামী, পশ্চাদ্গামী।

লোকেরা, আমার অন্বেষণে আসিয়া, তপোবনে পীড়া জন্মাইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সত্বর গিয়া নিবারণ করিতে হইল। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন, মহারাজ! আরণ্য গজের কথা শুনিয়া আমারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি; অনুমতি করুন কুটীরে যাই। রাজা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কহিলেন, তোমরা কুটীরে যাও; আমিও তপোবনপীড়াপরিহারের (১) চেষ্টা পাই। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রস্থানকালে কহিলেন, মহারাজ! যেন পুনরায় আমরা আপনকার (১) দর্শন পাই। আপনকার সমুচিত অতিথিসৎকার করা হয় নাই, এজন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিতা হইতেছি। রাজা কহিলেন, না, না, তোমাদের দর্শনেই আমার যথেষ্ট সৎকারলাভ হইয়াছে।

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা, দুই চারি পা গমন করিয়া ছলক্রমে কহিলেন, অনসূয়ে! কুশাগ্র দ্বারা আমার পদতল ক্ষত হইয়াছে, আমি শীঘ্র চলিতে পারি না; আর আমার বল্কল কুরবকশাখায় লাগিয়া গিয়াছে, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, ছাড়াইয়া লই। এই বলিয়া, বল্কলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া সতৃষ্ণনয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিতেন। রাজাও মনে মনে কহিতে লাগিলেন, শকুন্তলাকে দেখিয়া আর আমার নগরগমনে তাদৃশ অনুরাগ নাই। অতএব তপোবনের অনতিদূরে, শিবির সন্নিবেশন করি। কি আশ্চর্য্য! আমি আমার মনকে কোন মতেই শকুন্তলা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না।

---

১ তপোবনের পীড়া বা উপদ্রব নিবারণের।

২ (বাঙ্গালা 'কার'—প্রত্যয়ান্ত সম্বন্ধবোধক বিশেষণাত্মক পদ)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাজা মৃগয়ায় আগমনকালে স্বীয় প্রিয়বয়স্য (১) মাধব্যনামক ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। রাজসহচরেরা, নিয়ত রাজভোগে কালযাপন করিয়া, স্বভাবতঃ সাতিশয় বিলাসী ও সুখাভিলাষী হইয়া উঠে। অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ হইলে তাহাদের একান্ত অসহ্য হয়। মাধব্য রাজধানীতে অশেষ সুখসম্ভোগে কালযাপন করিতেন। অরণ্যে সে সকল সুখভোগের সম্পর্ক ছিল না; প্রত্যুত, (২) সকল বিষয়ে সবিশেষ ক্লেশ ঘটিয়া উঠিয়াছিল।

একদিবস মাধব্য, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া যৎপরোনাস্তি (৩) বিরক্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া আমার প্রাণ গেল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয় এবং এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই শার্দ্দূল, এই করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পল্বল ও নদনদী সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া আইসে; যে অল্পপ্রমাণ জল থাকে তাহাও, বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে, অত্যন্ত কটু ও কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস বারিই পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রায় প্রতিদিন অনিয়ত সময়েই আহার করিতে হয়। আহারসামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাংসই (৪) অধিকাংশ; তাহাও প্রত্যহ সুচারুরূপ পাক

---

১ প্রিয়সখা;—সহচররূপে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজার চিত্তবিনোদন করা বয়স্য ও বিদূষকগণের কার্য্য। ২ বরং। ৩ যার পর নাই। ৪ শূল বা শলাকাবিদ্ধ পক্ক মাংস।

করা হয় না। আর, প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্ব শরীর বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে যে রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রিশেষে নিদ্রার আবেশ হয়; কিন্তু ব্যাধগণের বনগমনকোলাহলে অতি প্রত্যুষেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। স্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, তিনি, একাকী এক মৃগের অনুসরণক্রমে তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে শকুন্তলানাম্নী এক তাপসকন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, একবারও চক্ষু মুদ্রিত করি নাই।

মাধব্য এই সমস্ত চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, রাজা মৃগয়ার বেশ করিয়া মৃগয়াকালীন সহচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই দিকেই আসিতেছেন। তখন তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন, বিকলাঙ্গের, (১) ন্যায় হইয়া থাকি; তাহা হইলেও যদি আজি বিশ্রাম করিতে পাই। এই বলিয়া ভগ্ন-শরীরের ন্যায় একান্ত বিকল হইয়া রহিলেন; পরে রাজা সন্নিহিত হইবামাত্র, সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বয়স্য! আমার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া আছে, হস্ত প্রসারণ করি এমন ক্ষমতা নাই; অতএব কেবল বাক্য দ্বারাই আশীর্ব্বাদ করি।

রাজা মাধব্যকে, তদবস্থ অবস্থিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! তোমার শরীর এরূপ বিকল হইল কেন? মাধব্য কহিলেন, কেন হইল কি আবার; স্বয়ং অস্থি ভাঙ্গিয়া দিয়া অশ্রুপাতের

১। অবশাঙ্গ, ভগ্নশরীর।

কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ! রাজা কহিলেন বয়স্য বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল। মাধব্য কহিলেন, নদীতীরবর্ত্তী বেতস (১) যে কুব্জভাব অবলম্বন করে সে কি স্বেচ্ছাবশতঃ সেইরূপ করে অথবা নদীবেগপ্রভাবে? রাজা কহিলেন, নদীবেগ তাহার কারণ। মাধব্য কহিলেন, তুমিও আমার অঙ্গবৈকল্যের। রাজা কহিলেন, সে কেমন? মাধব্য কহিলেন, আমি কি বলিব, ইহা কি উচিত হয় যে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনচরের (২) ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিয়ত বনে বনে ভ্রমণ করিবে? আমি ব্রাহ্মণের সন্তান; সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে মৃগের অন্বেষণে কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া, সন্ধিবন্ধ (৩) সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া রহিয়াছে। অতএব বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি অন্ততঃ একদিনের মত আমাকে বিশ্রাম করিতে দাও।

রাজা মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ত এইরূপ কহিতেছে; আমারও শকুন্তলাদর্শনদিবসাবধি মৃগয়া বিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে। শরাসনে শরসন্ধান করি, কিন্তু মৃগের উপর নিক্ষেপ করিতে পারি না; তাহাদিগের মুগ্ধ (৪) নয়ন অবলোকন করিলে, শকুন্তলার অলৌকিকবিভ্রমবিলাসশালী (৫) নয়নযুগল মনে পড়ে। মাধব্য রাজার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ইনি ত আর কিছু মনে করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি অরণ্যে রোদন করিলাম। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, না হে না, আমি অন্য কিছু ভাবিতেছি না; সুহৃদ্বাক্য লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনায় অদ্য মৃগয়ায় ক্ষান্ত হইলাম। মাধব্য,

---

১ বেতলতা। ২ কিরাত, ব্যাধ। ৩ শিরা। ৪ সুন্দর; মনোরম। ৫ লোকাতীত সুন্দর বিলোল কটাক্ষপূর্ণ।

শ্রবণমাত্র যার পর নাই আনন্দিত হইয়া, চিরজীবী হও বলিয়া, চলিয়া যাইবার উদ্যম করিলেন। রাজা কহিলেন, বয়স্য! যেও না, আমার কিছু কথা আছে। মাধব্য, কি কথা বল, বলিয়া শ্রবণোন্মুখ (১) হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা কহিলেন, বয়স্য! কোন অনায়াসসাধ্য (২) কর্ম্মে আমার সহায়তা করিতে হইবেক। মাধব্য কহিলেন, বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবে না, মিষ্টান্নভক্ষণে; সে বিষয়ে আমি বিলক্ষণ নিপুণ বটে, অনায়াসেই সহায়তা করিতে পারিব। রাজা কহিলেন, না হে না, আমি যা বলিব। এই বলিয়া, দৌবারিককে (৩) আহ্বান করিয়া রাজা সেনাপতিকে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন।

দৌবারিকমুখে রাজার আহ্বান বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি অনতিবিলম্বে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজের জয় হউক বলিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! সমুদয় উদ্যোগ হইয়াছে; আর অনর্থক কালহরণ করিতেছেন কেন, মৃগয়ায় চলুন। রাজা কহিলেন, আজি মাধব্য মৃগয়ার দোষকীর্ত্তন করিয়া, আমাকে নিরুৎসাহ করিয়াছে। সেনাপতি রাজার অগোচরে ইঙ্গিত দ্বারা মাধব্যকে কহিলেন, সখে! তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাক; আমি কিয়ৎক্ষণ প্রভুর চিত্তবৃত্তি-অনুবর্ত্তন (৪) করি। অনন্তর রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ও পাগলের কথা শুনেন কেন? ও কথন্ কি না বলে? মৃগয়া অপকারী কি উপকারী মহারাজই বিবেচনা করুন না কেন?

---

১ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব বা আগ্রহান্বিত। ২ সহজ-সাধ্য, যাহা অক্লেশে সম্পন্ন করা যাইতে পারে। ৩ দ্বারবান্, প্রতিহার। ৪ চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তন বা সমর্থন; মনের ভাব বুঝিয়া কথা প্রসঙ্গ করা।

দেখুন, প্রথমতঃ স্থূলতা ও জড়তা অপগত হইয়া, শরীর বিলক্ষণ পটু ও কর্ম্মক্ষম হয়; ভয় জন্মিলে অথবা ক্রোধের উদয় হইলে, জন্তুগণের মনের গতি কিরূপ হয় তাহা বারংবার প্রত্যক্ষ হইতে থাকে; আর চলিতলক্ষ্যে (১) শরক্ষেপ করা অভ্যাস হইয়া আইসে; যদি চলিত লক্ষ্যে শরক্ষেপ অব্যর্থ হয় ত তাহা অপেক্ষা ধনুর্ধরের পক্ষে অধিক শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে? অতএব মহারাজ! মৃগয়াকে ব্যসনমধ্যে (২) গণ্য করা অতি অবিবেচনার কর্ম্ম। বিবেচনা করুন, এরূপ আমোদ ও এরূপ উপকার আর কিসে আছে? মাধব্য শুনিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, ওরে নরাধম! ক্ষান্ত হ, আর তোর প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক না; উনি আজি আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুই বনে বনে ভ্রমণ করিয়া এক দিন নরনাসিকালোলুপ ভল্লুকের মুখে পড়িবি।

উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া, রাজা সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ! আমরা আশ্রমসমীপে আছি, এই নিমিত্ত তোমার মতে সম্মত হইতে পারিলাম না। অদ্য মহিষেরা নিপানে (৩) অবগাহন করিয়া, নিরুদ্বেগে জলক্রীড়া করুক; হরিণগণ, তরুচ্ছায়ায় দলবদ্ধ হইয়া, রোমন্থ অভ্যাস করুক; বরাহেরা অশঙ্কিত চিত্তে পল্বলে মুস্তাভক্ষণ (৪) করুক; আর আমার শরাসনও বিশ্রামলাভ করুক। সেনাপতি কহিলেন,

১ গতিশীল বা পলায়নপর শিকারে। ২ মৃগয়া দশবিধ কামজ ব্যসনের মধ্যে অন্যতম। ব্যসন—শ্রেয়ঃপথ হইতে যাহাতে চিত্ত বিচলিত হয়। ৩ পশ্বাদির জলপানের নিমিত্ত কূপ বা জলাশয়ের নিকটে খনিত ক্ষুদ্র জলাধার। ৪ মূলবিশেষ, মুথা।

মহারাজের যেমন অভিরুচি। রাজা কহিলেন, তবে যে সকল মৃগয়াসহচর পূর্ব্বে বনপ্রস্থান করিয়াছে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন। আর সেনাসংক্রান্ত লোকদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দাও যেন কোন ক্রমে তপোবনের উৎপীড়ন না জন্মায়।

সেনাপতি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাজা সন্নিহিত মৃগয়াসহচরদিগকে মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলে, রাজা ও মাধব্য উভয়ে সন্নিহিত লতামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া শীতল শিলাতলে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে উভয়ে নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা মাধব্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বয়স্য! তুমি চক্ষুর ফল পাও নাই; যেহেতু, দর্শনীয় বস্তুই দেখ নাই। মাধব্য কহিলেন কেন, তুমি ত আমার সম্মুখে রহিয়াছ। রাজা কহিলেন, তা নয় হে, আমি আশ্রমললামভূতা (১) কণ্বদুহিতা শকুন্তলাকে উল্লেখ করিয়া কহিতেছি। মাধব্য, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, কহিলেন, একি বয়স্য! তপস্বিকন্যায় অভিলাষ! রাজা কহিলেন, বয়স্য! পুরুবংশীয়েরা এরূপ দুরাচার নহে যে অনুচিত বস্তুর উপভোগে অভিলাষ করে। তুমি জান না, শকুন্তলা মেনকাগর্ভসম্ভূতা (২) রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের কন্যা; তপস্বীর আশ্রমে প্রতিপালিতা হইয়াছে এই মাত্র, বস্তুতঃ তপস্বিকন্যা নহে।

মাধব্য, শকুন্তলার প্রতি রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া হাস্যমুখে, কহিলেন, যেমন পিণ্ডখর্জ্জুর আহার করিয়া রসনা মিষ্টরসে অভিভূত হইলে, তেঁতুল খাইতে অভিলাষ হয়, সেইরূপ স্ত্রীরত্নভোগে

১ তপোবনের অলঙ্কারস্বরূপা। ২ ১২—১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পরিতৃপ্ত হইয়া, তুমি এই অভিলাষ করিতেছ। রাজা কহিলেন, না বয়স্য! তুমি তাকে দেখ নাই এই নিমিত্ত এরূপ কহিতেছ। মাধব্য কহিলেন তার সন্দেহ কি; যাহা তোমারও বিস্ময় জন্মাইয়াছে সে বস্তু অবশ্যই রমণীয়। রাজা কহিলেন, বয়স্য! অধিক আর কি বলিব তাহার শরীর মনে করিলে মনে এই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া পরে জীবন দান করিয়াছেন; অথবা, মনে মনে মনোমত উপকরণসামগ্রী সকল সঙ্কলন করিয়া, মনে মনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির যথাস্থানে বিন্যাস করিয়া, মনে মনেই তাহার শরীরনির্ম্মাণ করিয়াছেন; হস্তদ্বারা নির্ম্মাণ করিলে শরীরের সেরূপ কোমলতা ও রূপলাবণ্যের (১) সেরূপ মাধুরী সম্ভব হইত না। ফলতঃ, ভাই রে, সে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব স্ত্রীরত্নসৃষ্টি! মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! বুঝিলাম শকুন্তলা যাবতীয় রূপবতীদিগের পরাভবস্থান (২)। রাজা কহিলেন, তাহার রূপ, অনাঘ্রাত প্রফুল্ল পুষ্পস্বরূপ, নখাঘাতবর্জ্জিত নব পল্লবস্বরূপ, অপরিহিত নূতন রত্ন স্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধুস্বরূপ, জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির অখণ্ড ফলস্বরূপ; জানি না, কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই নির্ম্মল রূপের ভোগ আছে।

রাজার মুখে শকুন্তলার এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া, মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তবে শীঘ্র তাহার পাণিগ্রহণ কর; দেখিও, যেন তোমার ভাবিতে চিন্তিতে এরূপ অমূল্যরূপনিধান (৩)

---

১ লাবণ্য—মুক্তাফলে প্রতিবিম্বিত তরল আভার ন্যায় উজ্জ্বল মনোহর কান্তি। ২ পরাজয়ের ক্ষেত্র, অর্থাৎ শকুন্তলার রূপের নিকট সকল সুন্দরীই পরাভূত। ৩ দুর্লভ রূপের আধার।

কন্যানিধান (১) কোন অসভ্য (২) তপস্বীর হস্তে পতিত না হয়। রাজা কহিলেন, শকুন্তলা নিতান্ত পরাধীনা, বিশেষতঃ কুলপতি (৩) কণ্ব এক্ষণে আশ্রমে নাই। মাধব্য কহিলেন, ভাল বয়স্য! তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তোমার উপর তাহার অনুরাগ কেমন? রাজা কহিলেন, বয়স্য! তপস্বীকন্যারা স্বভাবতঃ অপ্রগল্ভ স্বভাবা (৪); তথাপি তাহার আকার ইঙ্গিতে (৫) আমার প্রতি তাহার অনুরাগের স্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছে। যতক্ষণ আমার সম্মুখে ছিল, আমার সহিত কথা কহে নাই; কিন্তু আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিত্তা হইয়া স্থির কর্ণে শ্রবণ করিয়াছে। নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে, মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে; কিন্তু অন্য দিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়া থাকে নাই। আবার, প্রস্থানকালে, কয়েক পদমাত্র গমন করিয়া, কুশের অঙ্কুরে পদতল ক্ষত হইল, চলিতে পারি না, এই বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; আর কুরবকশাখায় বল্কল লাগিয়াছে, এই বলিয়া বল্কলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সতৃষ্ণনয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এ সকল অনুরাগের লক্ষণ বই আর কি হইতে পারে? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তবে তোমার মনোরথসিদ্ধির অধিক বিলম্ব নাই। ভাগ্যক্রমে, তপোবন তোমার উপবন হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, বয়স্য! কোন কোন তপস্বীরা আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। বল দেখি, এখন কি ছলে কিছু দিন তপোবনে থাকি। মাধব্য কহিলেন, কেন, অন্য

১ কন্যারত্ন। ২ শিষ্ট সমাজের আচারানভিজ্ঞ। ৩ কুলপতি—যে বিপ্রর্ষি দশ সহস্র মুনিকে অন্নদানসহ বিদ্যাদান করেন। ৪ লজ্জাশীলা, বাক্‌চাতুর্য্যহীনা। ৫ ইঙ্গিত—হৃদ্‌গতভাব, আকার—বাহ্যিক চেষ্টা।

ছলের প্রয়োজন কি? তুমি রাজা, তপোবনে গিয়া তপস্বীদিগকে বল, আমি রাজস্ব আদায় করিতে আসিয়াছি; যাবৎ তোমরা রাজস্ব না দিবে, তাবৎ আমি তপোবনে থাকিব। রাজা কহিলেন, তপস্বীরা সামান্য প্রজার ন্যায় রাজস্ব দেন না; তাঁহারা অন্যবিধ রাজস্ব দিয়া থাকেন। তাঁহারা যে রাজস্ব দেন তাহা রত্নরাশি অপেক্ষাও প্রার্থনীয়। দেখ, সামান্য প্রজারা রাজাদিগকে যে রাজস্ব দেয় তাহা বিনশ্বর; কিন্তু তপস্বীরা তপস্যার ষষ্ঠাংশস্বরূপ অবিনশ্বর রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজা ও মাধব্য উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে দ্বারবান্ আসিয়া কহিল, মহারাজ! তপোবন হইতে দুই ঋষিকুমার আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে, কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, অবিলম্বে লইয়া আইস। অনন্তর ঋষিকুমারেরা রাজসমীপে উপনীত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, তপস্বীরা কি আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন জানিতে ইচ্ছা করি। ঋষিকুমারেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি এখানে আছেন জানিতে পারিয়া তপস্বীরা মহারাজকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে নাই এই নিমিত্ত নিশাচরেরা (১) যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইতেছে; অতএব তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আপনাকে এই স্থানে থাকিয়া তপোবনের উপদ্রব নিবারণ করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন, তপস্বীদিগের এই আদেশে অনুগৃহীত হইলাম। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! মন্দ কি, এ তোমার অনুকূল গলহস্ত (২)। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

---

১ রাক্ষস পিশাচেরা। ২ গলাধাক্কা।

অনন্তর দৌবারিককে আহ্বান করিয়া সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া ঋষিকুমারদিগকে কহিলেন, আপনারা প্রস্থান করুন ; আমি যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইতেছি। ঋষিকুমারেরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! না হইবে কেন? আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আপনকার এই ব্যবহার তাহার উপযুক্তই বটে। বিপদ্‌গ্রস্তকে অভয়দান পুরুবংশীয়দিগের কুলব্রত।

এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ঋষিকুমারেরা প্রস্থান করিলে পর, রাজা মাধব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! যদি তোমার শকুন্তলা-দর্শনে কৌতূহল থাকে, আমার সমভিব্যাহারে চল। মাধব্য কহিলেন, তোমার মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া দেখিতে অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছিল ; কিন্তু এক্ষণে নিশাচরের নাম শুনিয়া সে অভিলাষ একবারেই গিয়াছে। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ভয় কি? আমার নিকটে থাকিবে। মাধব্য কহিলেন তবে আর নিশাচরে আমার কি করিবেক? এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে দ্বারপাল আসিয়া কহিল, মহারাজ! রথ প্রস্তুত, আরোহণ করিলেই হয়। কিন্তু বৃদ্ধা মহিষীর বার্ত্তা লইয়া করভক এই মাত্র রাজধানী হইতে উপস্থিত হইল। রাজা কহিলেন, অবিলম্বে উহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। অনন্তর করভক রাজসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! বৃদ্ধা দেবী (১) আজ্ঞা করিয়াছেন আগামী চতুর্থ দিবসে তাঁহার এক ব্রত আছে; সেই দিবস মহারাজকে তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবেক।

১ রাজমাতা।

রাজা, এদিকে তপস্বীদিগের কার্য্য, ওদিকে গুরুজনের আজ্ঞা, উভয়ই অনুল্লঙ্ঘনীয় (১), কি করি বলিয়া, নিতান্ত ভাবিত হইলেন। মাধব্য পরিহাস করিয়া কহিলেন, কেন, ত্রিশঙ্কুর (২) মত মধ্যস্থলে থাক। রাজা কহিলেন, বয়স্য! এ পরিহাসের সময় নহে; সত্য সত্যই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি; কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, সখে! মা তোমাকে পুত্র বলিয়া পরিগ্রহণ করিয়াছেন; তুমি রাজধানী ফিরিয়া যাও এবং যাইয়া জননীর পুত্রকার্য্য সম্পাদন কর। তাহাকে কহিবে তপস্বীদিগের কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, এজন্য যাইতে পারিলাম না। মাধব্য, ভাল, আমি চলিলাম কিন্তু তুমি যেন আমাকে নিশাচরভয়ে কাতর মনে করিও না, এই বলিয়া কহিলেন, এখন আমি রাজার অনুজ হইলাম; অতএব রাজার অনুজের মত যাইতে ইচ্ছা করি। রাজা কহিলেন, আমার সঙ্গে অধিক লোক জন রাখিলে তপোবনের উৎপীড়ন হইতে পারে; অতএব সমুদয় অনুচরদিগকে তোমারই সঙ্গে পাঠাইতেছি। মাধব্য শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, তাহা হইলে আজি আমি যুবরাজ হইলাম।

এইরূপে মাধব্যের রাজধানীপ্রতিগমন নির্দ্ধারিত হইলে, রাজা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ অতি চপলস্বভাব, হয় ত শকুন্তলাবৃত্তান্ত অন্তঃপুরে প্রচার করিবেক। এখন কি করি; অথবা, এইরূপ কহিয়া বিদায় করি। এই বলিয়া মাধব্যের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, বয়স্য! ঋষিরা কয়েক দিনের জন্য তপোবনে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত রহিলাম; নতুবা যথার্থই আমি শকুন্তলালাভে অভিলাষী হইয়াছি, এমন নয়।

১ অনতিক্রমণীয়। ২ (ক—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

আমি ইতিপূর্ব্বে তোমার নিকট শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল গল্প করিয়াছি সে সমস্তই পরিহাসমাত্র, তুমি যেন যথার্থ ভাবিয়া একে আর করিও না। মাধব্য কহিলেন, তার সন্দেহ কি ; আমি এক বারও তোমার ঐ সকল কথা যথার্থ বলিয়া ভাবি নাই।

অনন্তর রাজা তপস্বীদিগের যজ্ঞবিঘ্ননিবারণার্থে (১) তপোবনে প্রবেশ করিলেন এবং মাধব্যও যাবতীয় সৈন্য সামন্ত ও সমুদয় অনুযাত্রিকগণ (২) সঙ্গে লইয়া রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

---

১ যজ্ঞের উপদ্রব নিবারণ করিতে। (যজ্ঞের বিঘ্ন নিবারণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য)। ২ অনুচর সকল।

তৃতীয় অঙ্ক।

রাজা, মাধব্য সমভিব্যাহারে সমস্ত সৈন্য সামন্ত বিদায় করিয়া দিয়া, তপস্বিকার্য্যানুরোধে(১) তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিবসযামিনী কেবল শকুন্তলাচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া দিনে দিনে কৃশ, মলিন ও দুর্ব্বল এবং সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোন বিষয়েই তাঁহার মনের সুখ ছিল না। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে গেলে শকুন্তলাকে দেখিতে পাইব, নিয়ত এই অনুধ্যান(২)ও এই অনুসন্ধান। কিন্তু পাছে তপোবনবাসীরা তাঁহার অভিসন্ধি (৩) বুঝিতে পারেন এই আশঙ্কায় সতত সাতিশয় সঙ্কুচিত থাকেন।

এক দিন মধ্যাহ্ন কালে একাকী নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শকুন্তলার দর্শন ব্যতিরেকে আর আমার প্রাণধারণের উপায় নাই। কিন্তু, তপস্বীদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে, যখন তাঁহারা আমাকে রাজধানী গমনের অনুমতি করিবেন তখন আমার দশা কি হইবেক? কিরূপে তাপিত প্রাণ শীতল করিব। সে যাহা হউক, এখন কোথায় গেলে শকুন্তলাকে দেখিতে পাই। বোধ করি, শকুন্তলা মালিনীতীরবর্ত্তী শীতল লতামণ্ডপে (৪) আতপকাল (৫) অতিবাহিত করিতেছেন; সেই খানে যাই, প্রিয়াকে দেখিতে পাইব। এই বলিয়াই একাকী গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে সেই লতামণ্ডপের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

---

১ ঋষি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে। ২ চিন্তা। ৩ গুহ্য অভিপ্রায়। ৪ লতারচিত মণ্ডপে, লতাকুঞ্জে। ৫ রৌদ্রের সময়।

এ দিকে শকুন্তলাও, রাজদর্শনদিবসাবধি দুঃসহ বিরহযাতনায় সাতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার ও রাজার অবস্থায় কোন অংশে কোন প্রভেদ ছিল না। সে দিবস শকুন্তলা অত্যন্ত অসুস্থা হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁহাকে মালিনীতীরবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে লইয়া গেলেন, এবং তন্মধ্যবর্ত্তী শীতল শিলাতলে নব পল্লব ও জলার্দ্র পদ্মপত্র প্রভৃতি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করাইয়া অশেষ প্রকারে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রাজা, ক্রমে ক্রমে সেই নিকুঞ্জবনের সন্নিহিত হইয়া, চরণচিহ্ন প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিলেন শকুন্তলা তথায় আছেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, লতার অন্তরাল হইতে শকুন্তলাকে অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, আঃ! আমার নয়নযুগল শীতল হইল, প্রাণপ্রিয়াকে দেখিলাম। অনন্তর, তিন সখীতে মিলিয়া কি কথোপকথন করিতেছে লতাবলয়ে (১) ব্যবহিত (২) হইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষণ শ্রবণ ও অবলোকন করি, এই বলিয়া উৎসুক মনে শ্রবণ ও সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এখানে, শকুন্তলার শরীরতাপ সাতিশয় প্রবল হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শীতল জলার্দ্র নলিনীদল লইয়া কিয়ৎ ক্ষণ বায়ুসঞ্চালন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি শকুন্তলে! কেমন, নলিনীদলবায়ু তোমার সুখজনক বোধ হইতেছে? শকুন্তলা কহিলেন, সখি! তোমরা কি বাতাস করিতেছ? উভয়ে শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, তৎকালে শকুন্তলা দুষ্যন্তচিন্তায় একান্ত মগ্না হইয়া

১ লতাবিতানে, লতাসমূহে। ২ ব্যবধানে স্থিত, অন্তরিত।

একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। রাজা শুনিয়া ও শকুন্তলার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইহাকে অত্যন্ত অসুস্থশরীরা দেখিতেছি। কিন্তু কি কারণে অসুস্থা হইয়াছে? কি, গ্রীষ্ম দোষেই ইহার এরূপ অসুখ; কি, যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে ইহারও তাহাই। অথবা এ বিষয়ে আর সংশয় করিবার আবশ্যক নাই। গ্রীষ্মদোষে কামিনীগণের এরূপ অবস্থা কোনও মতেই সম্ভাবিত নয়।

প্রিয়ংবদা শকুন্তলার অগোচরে অনসূয়াকে কহিলেন, সখি! সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শন অবধিই শকুন্তলা কেমন একপ্রকার হইয়াছে; ঐ কারণে ত ইহার এ অবস্থা ঘটে নাই? অনসূয়া কহিলেন, সখি! আমারও ঐ আশঙ্কাই হয়; ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! তোমার শরীরের সন্তাপ উত্তরোত্তর (১) প্রবল হইয়া উঠিতেছে, অতএব আমরা তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! কি বলিবে বল। তখন অনসূয়া কহিলেন, সখি! তোমার মনের কথা কি, আমরা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানি না; কিন্তু ইতিহাসকথায় বিরহীদিগের যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, তোমারও যেন সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। সে যা হউক, কি কারণে তোমার এত অসুখ হইয়াছে, বল। প্রকৃত রূপে রোগনির্ণয় না হইলে প্রতীকারচেষ্টা হইতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে, এখন বলিতে পারিব না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়া ভালই বলিতেছে। কেন আপনার মনের বেদনা গোপন করিয়া

১ ক্রমশঃ।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা—

ভাল, আমি চলিলাম, যেন পুনর্ব্বার দেখা হয়—পৃঃ ৪২ ।

রাখ। দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইতেছ। দেখ, তোমার শরীরে আর কি আছে; কেবল লাবণ্যময়ী ছায়া (১) মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে!

রাজা অন্তরাল হইতে শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে, শকুন্তলার শরীর নিতান্ত কৃশ ও অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়াছে। কিন্তু কি চমৎকার! এ অবস্থাতে দেখিয়াও আমার মনের ও নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ হইতেছে।

শকুন্তলা, মনের ব্যথা আর গোপন করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, সখি! যদি তোমাদের কাছে না বলিব আর কার কাছেই বা বলিব; কিন্তু মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়া তোমাদিগকে কেবল দুঃখভাগিনী করিব। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! এই নিমিত্তই ত আমরা এত জিদ্ করিতেছি; তুমি কি জান না, আত্মীয়জনের নিকট দুঃখের কথা কহিলেও দুঃখের অনেক লাঘব হয়?

এই সময়ে রাজা শঙ্কিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছে তখন অবশ্যই এ আপন মনের বেদনা ব্যক্ত করিবে। প্রথমদর্শনদিবসে প্রস্থানকালে সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া, অনুরাগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিল, তথাপি এখন কি কহিবে এই ভয়ে কাতর হইতেছি।

শকুন্তলা কহিলেন, সখি! যে অবধি আমি সেই রাজর্ষিকে (২) নয়নগোচর করিয়াছি—এই মাত্র কহিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া

১ কান্তি। ২ যে রাজা ঋষির ন্যায় আচরণ করেন।

রহিলেন, আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উত্তরে কহিতে লাগিলেন, সখি! বল, বল, আমাদের নিকট লজ্জা কি? তখন শকুন্তলা কহিলেন, সেই অবধি তাঁহাতে অনুরাগিণী হইয়া আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া বিষণ্ণ বদনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখি! সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ; অথবা (১) মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবেক?

রাজা শুনিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, যা শুনিবার তা শুনিলাম; এতদিনের পর আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল।

শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আর আমি যাতনা সহ্য করিতে পারি না। এখন প্রাণত্যাগ হইলেই পরিত্রাণ হয়। প্রিয়ংবদা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া, শকুন্তলার অগোচরে অনসূয়াকে কহিলেন, সখি! আর ইহাকে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষান্ত রাখিবার সময় নাই। আমার মতে আর কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নহে, ত্বরায় কোন উপায় করা আবশ্যক। তখন অনসূয়া কহিলেন, সখি! যাহাতে অবিলম্বে অথচ গোপনে শকুন্তলার মনোরথ সম্পন্ন হয় এমন কি উপায় বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! গোপনের জন্যেই ভাবনা, অবিলম্বে হওয়া কঠিন নয়। অনসূয়া কহিলেন, কেন বল দেখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন কেন, তুমি কি দেখ নাই সেই রাজর্ষিও, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি, দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হইতেছেন?

১ (অথবা—এস্থলে সমর্থনার্থক অব্যয়।)

রাজা শুনিয়া স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, যথার্থই এরূপ হইয়াছি বটে। নিরন্তর অন্তরতাপে তাপিত হইয়া আমার শরীর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং দুর্ব্বল ও কৃশও যৎপরোনাস্তি হইয়াছি।

প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়ে! শকুন্তলার প্রণয়পত্রিকা করা যাউক; সেই পত্রিকা আমি পুষ্পের মধ্যগত করিয়া নির্ম্মাল্যচ্ছলে (১) রাজর্ষির হস্তে দিয়া আসিব। অনসূয়া কহিলেন, সখি! এ অতি উত্তম পরামর্শ; দেখ, শকুন্তলাই বা কি বলে। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমাকে আর কি জিজ্ঞাসা করিবে? তোমাদের যা ভাল বোধ হয় তাই কর। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই; মনোমত এক পত্রিকা রচনা কর। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! পত্রিকা রচনা করিতেছি; কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন এই ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

রাজা শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সুন্দরি! তুমি যাহার অবজ্ঞাভয়ে ভীতা হইতেছ সে এই তোমার সমাগমের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে; তুমি কি জান না, রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না, রত্নেরই অন্বেষণ সকলে করিয়া থাকে।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া কহিলেন, অয়ি আত্মগুণাবমানিনি (২) কোন্ ব্যক্তি আতপত্র (৩) দ্বারা শরৎ কালীন জ্যোৎস্নার নিবারণ করিয়া থাকে? শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্রিকারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, সখি! রচনা স্থির করিয়াছি; কিন্তু লিখনসামগ্রী কিছুই নাই,

১ দেবতানিবেদিত ফুল বলিয়া। ২ নিজগুণের অনাদরকারিণী। ৩ ছত্র।

কিসে লিখি, বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন, কেন এই পদ্মপত্রে লিখ।

লিখন সমাপন করিয়া শকুন্তলা সখীদিগকে কহিলেন, ভাল, শুন দেখি সঙ্গত হয়েছে কি না। তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন; শকুন্তলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন, "হে নির্দ্দয়! তোমার মন আমি জানি না; কিন্তু আমি তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া নিরন্তর সন্তাপিতা হইতেছি।" রাজা এই মাত্র শুনিয়া, আর অন্তরালে থাকিতে না পারিয়া সহসা সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি সন্তাপিতা হইতেছ যথার্থ বটে, কিন্তু বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমি একেবারে দগ্ধ হইতেছি। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, সহসা রাজাকে সমাগত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি হর্ষিতা হইলেন এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, পরম সমাদরে স্বাগত (১) জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবার সংবর্দ্ধনা (২) করিলেন। শকুন্তলাও, অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, গাত্রোত্থান করিতে উদ্যতা হইলেন।

তখন রাজা শকুন্তলাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! গাত্রোত্থান করিবার প্রয়োজন নাই; তোমার দর্শনেই আমার সম্পূর্ণ সংবর্দ্ধনা লাভ হইয়াছে। দেখ, তোমার শরীরের যেরূপ গ্লানি, তাহাতে কোন মতেই শয্যা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সখীরা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই শিলাতলে উপবেশন করুন। রাজা উপবিষ্ট হইলেন। শকুন্তলা, লজ্জায় অত্যন্ত জড়ীভূতা হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হে হৃদয়! যাঁর জন্যে তত উতলা হইয়াছিলে, এখন

১ কুশলপ্রশ্নাদি। ২ অভ্যর্থনা।

তাঁহাকে দেখিয়া এত কাতর হইতেছ কেন? রাজা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আজি আমি তোমাদের সখীকে অতিশয় অসুস্থা দেখিতেছি। উভয়ে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এখন সুস্থা হইবেন। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন।

অনসূয়া কহিলেন, মহারাজ! শুনিতে পাই রাজাদিগের অনেক মহিষী থাকে, কিন্তু সকলেই প্রেয়সী হয় না। অতএব আমরা যেন সখীর নিমিত্ত অবশেষে মনোদুঃখ না পাই। রাজা কহিলেন, যথার্থ বটে রাজাদিগের অনেক মহিলা থাকে; কিন্তু আমি অকপট হৃদয়ে কহিতেছি তোমারের সখীই আমার জীবনসর্ব্বস্ব হইবেন। তখন অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় হর্ষিতা হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থ হইলাম। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমরা মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কত কথা কহিয়াছি; ক্ষমা প্রার্থনা কর; সখীরা হাস্যমুখে কহিলেন, যে কহিয়াছে সেই ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, অন্যের কি দায়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! যদি কিছু কহিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন; পরোক্ষে কে কি না বলে। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে প্রিয়ংবদা, লতামণ্ডপের বহির্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! মৃগশাবকটি উৎসুক হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে; বোধ করি আপন জননীর অন্বেষণ করিতেছে; আমি উহাকে উহার মার কাছে দিয়া আসি। তখন অনসূয়া কহিলেন, সখি! ও অতি চঞ্চল, তুমি একাকিনী উহাকে ধরিতে পারিবে না, চল, আমিও যাই। এই বলিয়া উভয়েই প্রস্থানোন্মুখী হইলেন। শকুন্তলা উভয়কেই প্রস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন, সখি! তোমরা

দুজনেই আমাকে ফেলিয়া চলিলে, আমি এখানে একাকিনী রহিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! একাকিনী কেন, পৃথিবী নাথকে তোমার নিকটে রাখিয়া গেলাম। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে লতামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

উভয়ে প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা, সত্য সত্যই সখীরা চলিয়া গেল, এই বলিয়া, উৎকণ্ঠিতার ন্যায় (১) হইলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! সখীদের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইতেছ কেন? আমি তোমার সখীস্থানে রহিয়াছি, যখন যে আজ্ঞা করিবে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি মান্য ব্যক্তি, এ দুঃখিনীকে অকারণে অপরাধিনী করেন কেন? এই বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া গমনোন্মুখী হইলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! এ কি কর; একে তোমার অবস্থা এই, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন কাল অতি উত্তাপের সময়; এমন অবস্থায় এমন সময়ে লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। এই বলিয়া হস্তে ধরিয়া নিবারণ করিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! ও কি কর, ছাড়িয়া দাও, সখীদের নিকটে যাই; তুমি জান না আমি আপনার বশ নই। রাজা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া শকুন্তলার হাত ছাড়িয়া দিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন? আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, দৈবের (২) তিরস্কার করিতেছি। রাজা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার কেন কর? দৈবের অপরাধ কি? শকুন্তলা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার শতবার করিব; সে আমাকে পরের অধীন করিয়া পরের গুণে মোহিত করে কেন?

১ উৎকণ্ঠিতপ্রায়। ২ অদৃষ্টের।

এই বলিয়া শকুন্তলা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রাজা পুনরায় শকুন্তলার হস্ত ধরিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! কি কর, ইতস্ততঃ ঋষিরা ভ্রমণ করিতেছেন। তখন রাজা কহিলেন, সুন্দরি! তুমি গুরুজনের ভয় করিতেছ কেন? ভগবান্ কণ্ব কথনই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। শত শত ঋষিকন্যারা গান্ধর্ব্ব বিধান(১)দ্বারা আপনাদিগকে অনুরূপ পাত্রের হস্তগতা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের গুরুজনেরাও পরিশেষে সবিশেষ অবগত হইয়া সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। শকুন্তলা, মহারাজ! এই সম্ভাষণমাত্র পরিচিত(২)ব্যক্তিকে ভুলিবেন না এই বলিয়া, রাজার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। রাজা কহিলেন সুন্দরি! তুমি আমার হাত ছাড়াইয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে, কিন্তু আমার চিত্ত হইতে যাইতে পারিবে না। শকুন্তলা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইহা শুনিয়া আর আমার পা উঠিতেছে না। যাহা হউক, কিয়ৎ-ক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া ইহার অনুরাগ পরীক্ষা করিব। এই বলিয়া লতাবিতানে (৩) আবৃতশরীরা (৪) হইয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিলেন।

রাজা, একাকী লতামণ্ডপে অবস্থিত হইয়া, শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমা বই আর জানি না; কিন্তু তুমি নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া আমাকে একবারেই পরিত্যাগ করিয়া গেলে; তুমি বড় কঠিন। পরে, কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে

---

১ অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে অন্যতম। এই বিধান মতে বর কন্যা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। ২ শুদ্ধ মৌখিক আলাপে যাহার সহিত পরিচয় হইয়াছে। ৪ লতাসমূহে। ৪ প্রচ্ছন্না।

থাকিয়া কহিলেন, আর প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি ফল! এই বলিয়া তথা হইতে চলিয়া যান, এমন সময়ে শকুন্তলার মৃণাল-বলয় ভূতলে পতিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইলেন এবং পরম সমাদরে বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া, কৃতার্থন্মন্য (১) চিত্তে শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার মৃণালবলয় অচেতন হইয়াও এই দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ শান্তি করিলেক; কিন্তু তুমি তাহা করিলে না। শকুন্তলা, আর ইহা শুনিয়া বিলম্ব করিতে পারি না; কিন্তু কি বলিয়াই যাই; অথবা, এই মৃণালবলয়ের ছলেই যাই; এই বলিয়া পুনর্ব্বার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। রাজা দর্শনমাত্র হর্ষসাগরে মগ্ন হইয়া কহিলেন, এই যে আমার প্রাণেশ্বরী আসিয়াছেন; বুঝিলাম, দেবতারা আমার পরিতাপ শুনিয়া সদয় হইলেন, তাহাতেই পুনর্ব্বার প্রিয়াকে দেখিতে পাইলাম। চাতক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল প্রার্থনা করিল, অমনি নব জলধর হইতে সুশীতল জলধারা তাহার মুখে নিপতিত হইল।

শকুন্তলা রাজার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অর্দ্ধপথে স্মরণ হওয়াতে, আমি এই মৃণালবলয় লইতে আসিয়াছি, আমার মৃণালবলয় দাও। রাজা কহিলেন, যদি তুমি আমাকে যথাস্থানে নিবেশিত করিতে দাও, তোমার মৃণালবলয় তোমাকে ফিরিয়া দি, নতুবা দিব না! শকুন্তলা অগত্যা সম্মতা হইলেন। রাজা কহিলেন, এস এই শিলাতলে বসিয়া পরাইয়া দি। উভয়ে শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা শকুন্তলার হস্ত লইয়া কিয়ৎক্ষণ স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। শকুন্তলাও স্পর্শসুখ অনুভব

১ যে নিজেক কৃতার্থ বা সফলকাম মনে করে।